22130021

International Baccalaureate®
Baccalauréat International
Bachillerato Internacional

BENGALI A: LITERATURE – HIGHER LEVEL – PAPER 1
BENGALI A : LITTÉRATURE – NIVEAU SUPÉRIEUR – ÉPREUVE 1
BENGALÍ A: LITERATURA – NIVEL SUPERIOR – PRUEBA 1

Wednesday 8 May 2013 (morning)
Mercredi 8 mai 2013 (matin)
Miércoles 8 de mayo de 2013 (mañana)

2 hours / 2 heures / 2 horas

INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

- Do not open this examination paper until instructed to do so.
- Write a literary commentary on one passage only.
- The maximum mark for this examination paper is *[20 marks]*.

INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS

- N’ouvrez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
- Rédigez un commentaire littéraire sur un seul des passages.
- Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est *[20 points]*.

INSTRUCCIONES PARA LOS ALUMNOS

- No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.
- Escriba un comentario literario sobre un solo pasaje.
- La puntuación máxima para esta prueba de examen es *[20 puntos]*.

© International Baccalaureate Organization 2013

*নিচে দেওয়া দুটি রচনার মধ্যে যেকোন **একটিই** বেছে নিয়ে তার সম্বন্ধে সাহিত্যিক আলোচনা কর:*

1.

পুরনো খালটা মজে হেজে গেছে। সরকার থেকে সেই খালটা নতুন করে কাটাচ্ছে এবার। পাশের গাঁয়ের রহমান সাহেব সেই খাল কাটার ইজারা নিয়েছেন। এ খাল দিয়ে আবার জল বইলে এ–তল্লাটে চাষের সুবিধে হবে। এই ভেবে নিবারণ নিজেকে নিজে ভ্যাঙচায়।

আড়াই বিঘে জমি ছিল, গত ফাল্গুনে তা বন্ধক রাখতে হয়েছে। না রেখে উপায় ছিল না, নিবারণ নিজেই বড় শক্ত অসুখে পড়েছিল। যদি তার ছেলে, মেয়ে, বউ বা বাপের অসুখ হতো, সে জমি বন্ধক দিত না কিছুতেই, কিন্তু সে নিজে তাদের সংসারে একমাত্র রোজগেরে পুরুষ, সে মরে গেলে আর সকলকে বাঁচাত কে? তার বাপ তো তিনকেলে বুড়ো। কুটোটি নাড়বার পর্যন্ত ক্ষমতা নেই। তবু এখনো রাক্কুসে খিদে আছে। মরেও না কিছুতে। তার অন্য ভাইরা কেউ বাপকে নেয় নি নিজের সংসারে। শুধু নিবারণেরই যত জ্বালা।

মহাজনকে সে বলে রেখেছে, ভাগচাষের সত্ব তারই থাকবে। নিজের জমিতেই সে ভাগচাষী হবে। ধান উঠে গেলে সেই জমিতেই সে ফুলকপি বসাবে।

সরকার বাহাদুর খাল কাটাচ্ছেন! আর দুবছর আগে কাটাতে কাটাতে পারেননি, যখন জমিটুকুন নিবারণের নিজেরই ছিল? এখন ভাগচাষ করে সে সংসারের পেট ভরাবে, না বন্ধকী দেনা শুধবে?

দৈনিক পঞ্চাশজন লোক লাগে খাল কাটার জন্য। সারা গাঁয়ের লোক গিয়ে হামলে পড়েছিল। কারুর হাতে এখন কাজ নেই। নিবারণরা বংশ–পেশায় ঘরামি। এখন কাজ জোটে না। এক কাহন খড়ের দাম চব্বিশ টাকা। যাদের হাতে দু'পয়সা আছে, তারা টালি দিয়ে চাল ছাইছে, সেজন্য শহর থেকে মিস্তিরি আসে।

রহমান সাহেব নিজের গাঁ সোনামুড়ি থেকেই মাটি কাটার লোক নিয়েছিলেন পঞ্চাশজন। সেই নিয়ে পরশুদিন খুব হাল্লা হয়ে গেল। খালটা দু'গাঁয়ের মাঝখানে, তা হলে শুধু এক গাঁয়ের লোক কাজ পাবে কেন? এ–গাঁয়ে কাজের মানুষ নেই?

রহমান সাহেব ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। সব শুনেটুনে উনি ঠিক করে দিয়েছেন, প্রতিদিন এ–গাঁ থেকে পঁচিশ–জন, ও–গাঁ থেকে পঁচিশজন কাজ পাবে। এক লোক পরপর দু'দিন কাজ পাবে না। সাড়ে চার টাকা রোজ, আর একবেলা খোরাকি।

নিবারণ গতকাল কাজ পেয়েছিল; আজ পাবে না। ঘরামির ছেলে শেষপর্যন্ত মাটিকাটা কুলি। আজকাল অতকিছু ভাবলে চলে না। ভাত এমন চীজ, খোদার সঙ্গে উনিশ–বিশ।

আজ তার কাজ নেই, তবু নিবারণ খালধারের দিকে যাচ্ছে। অন্য কোন কাজও তো নেই এখন, তবু ওসব দেখতে ভালো লাগে।

যেতে বারবার মনে পড়ছে সুরেন্দ্রর কথা। সুরেন্দ্রকে সে কিছুতেই পছন্দ করতে পারছে না। সুরেন্দ্রর স্বাস্থ্য ভালো, পকেটে পয়সা ঝমঝমিয়ে বেড়ায়। এসব মানুষ একবার গ্রাম ছেড়ে শহরে গেলে আর ফেরে না। সুরেন্দ্র ফিরলো কেন? আবার বিদায় হলেই তো পারে। পকেটে তার শয়ে শয়ে টাকা, কিন্তু এমনি তো সে কারোকে দেবে না। [...] নিবারণের গা জ্বালা করে। একশোটা টাকা পেলে তার এখন কতদিকে সুরাহা হতো। সেই টাকা একজনের পকেটে আছে, অথচ সে পাবে না। এই পৃথিবীতে কারুর থাকে প্রয়োজনের চেয়েও অনেক বেশী, আর কেউ প্রয়োজনটুকুও মেটাতে পারে না, এটাই বুঝি ভাগ্যের নিয়ম! [...]

খালপাড়ের উঁচু বাঁধটার ওপরে এসে দাঁড়ায় নিবারণ। বুক চিতিয়ে নিঃশ্বাস নেয়। খালি পেটে বেশী হাওয়া খেলে পেট ঘুলিয়ে ওঠে। মন খারাপ লাগে। পঞ্চাশটা লোক একসাথে মাটি কাটছে, ওরা যেন সবাই আলাদা, নিবারণ ওদের কেউ নয়। আর খানিক বাদেই ওরা নগদ সাড়ে চারটে টাকা পাবে, নিবারণ পাবে না।

[...]

আকাশটাকে গাঢ় লাল রঙে ভাসিয়ে সূর্যদেব অস্ত যাচ্ছেন। এই আকাশটাকে ভগবানের রাজবাড়ির মতো মনে হয়। সেদিকে হাত তুলে মনে মনে নিবারণ বললো, এ–জন্মে অনেক দুঃখ–কষ্ট পেয়ে গেলাম, হে ভগবান, পরজন্মে একটুখানি সুখ দিয়ো, যেন দু'বেলা পেট পুরে খেতে পাই। আর ছেলেপুলেগুলোর হাতে একটু নাড়ু–বাতাসা দিতে পারি।

[…]

সুরেন্দ্রর বাড়ি গ্রামের এক টেরেয়। বাড়ির লপ্তের ধানী জমি একসময় তাদেরই ছিল। তার বাপ ছিল খুব শক্ত হাতের চাষী। কথাবার্তায় কাউকে রেয়াত করতো না। অল্প জমিতে গায়ে খেটে সে নিজের বউ–ছেলেকে দু'বেলা খাইয়ে পরিয়ে রেখেছিল।

সে জমি–জিরেত সব গেছে, কিন্তু বাড়িটি এখনো আছে। গ্রামের এই এক অদ্ভুত নিয়ম। সব সময় ফন্দি–ফিকির করে এ ওর জমি কিংবা বাগান নিজের ভাগে নিয়ে নিতে চায়। মিথ্যে মোকদ্দমা লাগে। তা ছাড়া গা–জুয়ারি দখল তো আছেই। কিন্তু অন্যের বসতবাড়ি কেউ চট্ করে দখল করতে চায় না। সব গ্রামেই একখানা দু'খানা বসতবাড়ি ফাঁকা পড়ে থাকে, মালিকের কোনো পাত্তা নেই, দিনের বেলা ঘুঁঘু চরে সেখানে, তবু অন্য কেউ সে বাড়িতে চট করে বাস করতে আসে না। তাতে বাস্তু–দেবতা অসন্তুষ্ট হন। অভিশাপ দেন। সেইজন্যই, এমনকি পাশের বাড়ির লোকও আত্মীয়–হঠাৎ এসে পড়লে নিজেদের বাড়িতে জায়গা না থাকলেও তাদের সেই ফাঁকা বাড়িতে থাকতে পাঠায় না। বরং সেটে পড়ো বাড়ি হয়ে যাক, তাও ভালো। লোকে জানলা দরজাগুলো খুলে নিয়ে জ্বালানী করে।

সুরেন্দ্র নিজেদের বাড়িটাতে জানালা কপাট বসিয়ে আবার বাসযোগ্য করে তুলেছে। শহরে তার ফ্যাকটরির পাশে নিজস্ব কোয়ার্টার আছে। সেখানে পাকা নর্দমা আর জলের কল। তবুও সুরেন্দ্র আজকাল প্রায়ই গ্রামের বাড়িতে এসে থাকতে ভালবাসে। এই মাটি তাকে টানে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *গরম ভাত অথবা নিছক ভূতের গল্প* (১৯৭৭)

2.

আমার গ্রামের নদীকে

অটুট ধারণা ছিল
প্রেম নাহি জানে পরাজয়।
নদি, তুই বড় নির্দয়।
স্মৃতি তার পেল না সম্মান
গর্ব খানখান
চৌচির আমার হৃদয়।
নদি, তুই বড় নির্দয়।

হোগলার বাহুডোরে ঘাস
নিয়ে আছে আদিম বিশ্বাস;
আজো আনমনা
বাবলার হলদে কামনা;
নারিকেল সুপারি পাতায়
বাতাসের ঠোঁট ছুঁয়ে যায়;
কয়েকটি চিল
গায়ে মাখে আকাশের নীল;
সবই ঠিক আছে
চেনা মাটি আনাচে-কানাচে।

তবু কেন এত অবহেলা?
কথা নেই, কেটে যায় বেলা
কেন সংশয়?
চেয়ে দ্যাখ্ আমি অবিকল
সেই-ই আছি, স্মৃতিসম্বল
প্রণয়ে অব্যয়।
নদি, তুই হ’স্‌নে নির্দয়।

বুঝেছি রে কোথা তোর জ্বালা
কেন তোর দরোজা জানালা
একান্ত একাকী।
ব্যর্থ বুঝি তোর অশ্রুজল
মাঠে, আহা, ফলেনি ফসল,
তাই শুষ্ক আঁখি?
কেউ আর টানে না উজান
গান তাই অভিমান
চোখে মুখে বালি?
শোন তুই এ-দিন ফুরাবে

ধান হবে আর গান গাবে
মাঝি ভাটিয়ালি।

প্রাণ তার দেবে পরিচয়:
নদি, তুই হ'স্নে নির্দয়।

অরুণকুমার সরকার, *অরুণকুমার সরকারের শ্রেষ্ঠ কবিতা* (১৯৭৪)